UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩ October-December 2013

২৬তম বর্ষ, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা Volume-XXVI, No. X, XI & XII

লিঙ্গভিত্তিক সমতার পথশিক্ষা

—আজ্জা কারাম

'মানব উন্নয়ন' ধারণার জনক হিসেবে যার নামটি প্রায়ই উচ্চারিত হয়, তিনি হলেন অমর্ত্য সেন। তিনি আমাদের এইচজি ওয়েলসের একটি উক্তি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ওয়েলস বলেছেন, 'মানব জাতির ইতিহাস শিক্ষা ও বিপর্যয়ের মধ্যে অনেক অনেক বেশি একটি ধাবন প্রতিযোগিতায় পরিণত হচ্ছে।' সেন বলেন, 'বিশ্বের বিপুল শ্রেণিগোষ্ঠীকে যদি আমরা শিক্ষার কক্ষপথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে থাকি, তাহলে আমরা বিশ্বকে কেবল কম ন্যায়সঙ্গত না, অধিকন্তু কম নিরাপদও করে তুলব।' অমর্ত্য সেন মনে করেন, শিক্ষার লিঙ্গভিত্তিক বিষয়টি সাক্ষরতা ও নারীর নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি জড়িত।

ন্যূনতম সুবিধাপ্রাপ্ত নারীর জন্য লেখাপড়া না জানা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক। কারণ এর ফলে তারা (জমি বা অন্যান্য সম্পত্তির মালিকানা অর্জন বা অন্যায় রায় ও অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে সনির্বন্ধ আবেদন করার মতো) আইনগতভাবে যেসব সীমিত অধিকার পেতে পারে, সেগুলোও কাজে লাগাতে ব্যর্থ হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে আইনের বইতে আইনগত অধিকারগুলো লিপিবদ্ধ থাকলেও সেগুলোর ব্যবহার হয় না। কারণ সংক্ষুব্ধ পক্ষগুলো ঐসব বই পড়তে পারে না। তাই স্কুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবধান সেই বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই করার উপায় থেকে বঞ্চিতকে দূরে রাখার মাধ্যমে সরাসরি নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করতে পারে।

সেনের মতে, তাদের মধ্যে নিরক্ষরতা ও গণনা করার অক্ষমতা হলো নিরাপত্তাহীনতার ধরন, আর লিখতে-পড়তে না পারা বা গণনা করতে না পারা কিংবা যোগাযোগ করতে অসমর্থ হওয়া এক বিপুল বঞ্চনা। নিরাপত্তাহীনতার চরম অবস্থা হলো নিশ্চিত বঞ্চনা এবং সেই অদৃষ্ট খণ্ডনের কোনোই সম্ভাবনা না থাকা। শিক্ষা ও নিরাপত্তার মধ্যেকার সম্পর্ক একবিংশ শতাব্দীতে মানব উন্নয়নের জন্য যে মৌলিক প্রয়োজন শিক্ষার সেই গুরুত্বটাকেই তুলে ধরে।

শিক্ষায় লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধান : কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

মেয়ে ও নারী শিক্ষার পক্ষে নৈতিক ও রাজনৈতিক যুক্তিতর্ক চালিয়ে যাওয়া গেলেও বিষয়টির পক্ষে জোরালো কিছু তথ্য রয়েছে। ২০১০ সালে প্রাইমারি স্কুলে যাওয়ার বয়সী যে ৬ কোটি ১০ লাখ শিশু স্কুলের বাইরে ছিল, তাদের মধ্যে মেয়ে শিশুর সংখ্যা শতকরা ৫৩ ভাগ। ২০১৩ সালে স্কুলের বাইরে থাকা ৫ কোটি ৭০ লাখ শিশুর মধ্যে মেয়ে শতকরা ৪৯ ভাগ। এক লাখের বেশি শিশু স্কুলের বাইরে রয়েছে এমন ৩০টি দেশে পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, যেখানে গড়ে শতকরা ২৮ ভাগ মেয়ে স্কুলের

বাইরে রয়েছে, সেখানে ছেলের হার শতকরা ২৫। আফ্রিকার উপসাহারা ও পশ্চিম এশিয়ায় প্রাইমারি স্কুলের পড়াশোনা সমাপন করাই মেয়েদের জন্য একটা বিশেষ সমস্যা। উন্নয়নশীল ৫৫টি দেশে পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, পরিবারের সম্পদ বা অবস্থান নির্বিশেষে নিম্নমাধ্যমিক বয়সী ছেলের তুলনায় মেয়েদের স্কুলের বাইরে থাকার সম্ভাবনা বেশি। বিশ্বের ৭৭ কোটি ৫০ লাখ নিরক্ষর বয়স্কর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নারী। উন্নয়নশীল অঞ্চলগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষায় প্রতি ১শ' পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা ৯৮। সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা এবং অধ্যয়ন বিষয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অসমতা রয়েছে, যেখানে মানবিক ও সমাজবিজ্ঞানে নারীর প্রতিনিধিত্ব বেশি হলেও প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তাদের প্রতিনিধিত্ব উল্লেখযোগ্য হারে কম।

স্কুলে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা শিক্ষার অধিকার খর্ব করে এবং শিক্ষায় লিঙ্গভিত্তিক সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে একটা বড় চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। কারণ এটা স্কুলে মেয়েদের অংশগ্রহণ ও টিকে থাকার ক্ষেত্রে নেতিবাচক অভিঘাত ফেলে। এছাড়া অকার্যকর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা কিশোরীদের তথ্য লাভের সুযোগ গ্রহণ ব্যাহত করে এবং বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিতে উপনীত মেয়েদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ায় অবদান রাখে।

মেয়ে ও নারীর শিক্ষা উন্নত মাতৃস্বাস্থ্য, কম শিশুমৃত্যু ও কম প্রজনন হার থেকে শুরু করে এইচআইভি ও এইডসের বিরুদ্ধে বর্ধিত প্রতিরোধ পর্যন্ত ব্যাপক সুফল বয়ে আনতে পারে। বুকের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমিত হতে পারা এবং গর্ভাবস্থায় ওষুধ সেবনের মাধ্যমে মা থেকে সন্তানের দেহে সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারার কথা শিক্ষিত মায়েদেরই বেশি জানার সম্ভাবনা। মায়েদের স্কুলে যাওয়ার প্রতিটি অতিরিক্ত বছর শিশুমৃত্যুর সম্ভাবনা শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ কমিয়ে আনে। মাধ্যমিক বা উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত ও শিক্ষাবিহীন মায়ের সন্তানের তুলনায় ৫ বছর বয়সের পর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা দ্বিগুণ। নারী শিক্ষার উন্নয়নের মধ্যে ১৯৯০ থেকে ২০০৯ সালে শিশুমৃত্যু অর্ধেক হ্রাস পাওয়ার ব্যাখ্যা রয়েছে। পড়তে জানা একজন মায়ের গর্ভে জন্ম নেয়া একটি শিশুর ৫ বছর

বয়সের পর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশি। আফ্রিকার উপসাহারায় যে প্রায় ১৮ লাখ শিশু ২০০৮ সালে মারা গেছে, তাদের মায়েদের অন্তত মাধ্যমিক শিক্ষা থাকলে হয়তো সেসব শিশুর প্রাণ রক্ষা করা যেত। ইন্দোনেশিয়ায় যেসব মা মাধ্যমিক স্কুলে গেছে তাদের শতকরা ৬৮ ভাগ শিশুর টিকা দেয়া হয়েছে আর যেসব মা প্রাইমারি স্কুলে যায়নি তাদের সন্তানের টিকা দেয়া হয়েছে শতকরা ১৯ ভাগের। মজুরি, কৃষি থেকে আয় ও উৎপাদনশীলতা—সবকিছুই দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আর এগুলো বেশি হয় সেখানে কৃষি কাজে নিয়োজিত নারীর শিক্ষা যেখানে থাকে। প্রাইমারি পেরিয়ে স্কুলে যাওয়ার প্রতিটি বাড়তি বছর মেয়ে ও নারীর জন্য বয়ে আনে উন্নত সুযোগ-সুবিধা, পছন্দ ও ফলাফলের অধিকতর চূড়ান্ত প্রাপ্তি।

২০১৫-পরবর্তী শিক্ষা বিষয়ক এজেন্ডাগুলো নিয়ে বিভিন্ন আলোচনায় যে জোরালো ঐকমত্য হয়েছে, তাতে শিক্ষায় লিঙ্গভিত্তিক সমতার অগ্রাধিকার বিদ্যমান রয়েছে। বিভিন্ন বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাধারণভাবে অসমতা এবং বিশেষভাবে লিঙ্গভিত্তিক সমতার বিষয়টির একযোগে বহুবিধ পর্যায়ে—অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সুরাহা করতে হবে। আন্তর্জাতিক নারী স্বাস্থ্য মোর্চার পক্ষ থেকে একটি সাড়ায় বলা হয়েছে যে, মেয়ে যতই দরিদ্র, বিচ্ছিন্ন বা অসুবিধায় পড়ে থাকুক না কেন তা না দেখে এবং অকাল গর্ভ, জোর করে বিয়ে, মাতৃত্বজনিত ক্ষতি ও মৃত্যু এবং অসম পারিবারিক ও শিশু পালনের বোঝার মতো বাধাবিপত্তিমুক্ত থেকে তাদের সবাইকে নিয়মিত স্কুলে যেতে সমর্থ হতে হবে।

অন্যান্য বক্তব্যে মেয়ে ও নারীর জন্য মৌলিক-পরবর্তী ও মাধ্যমিক-পরবর্তী শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসঙ্গ টেনে জার্মান বিশ্ব জনসংখ্যা ফাউন্ডেশন উল্লেখ করেছে যে, 'মেয়েদের দেরিতে বিয়ে করা ও প্রথম গর্ভধারণ বিলম্বিত করার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার একটা জোরালো সম্পর্ক রয়েছে। মেয়েদের জন্য ভালো মানের শিক্ষার সুযোগ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনিভাবে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা রোধ ও শিক্ষার মাধ্যমে সমতা বিধানও সুস্পষ্টভাবে একটা অগ্রাধিকার হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য কার্যত সমাজে গভীরভাবে প্রোথিত ব্যবধানের একটা কারণ ও একটা পরিণতি। মেয়ে ও নারীর দারিদ্র্য, জাতিগত পরিচিতি, পিছিয়ে পড়া বা তাদের মর্যাদা ও ভূমিকা সম্পর্কে প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির মতো যে কারণেই বৈষম্য হোক না কেন, তার সবই তাদের অধিকার ভোগ খর্ব করে। অধিকন্তু বাল্যবিয়ে, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার মতো ক্ষতিকর চর্চা এবং এখনো বিদ্যমান বৈষম্যমূলক শিক্ষা, আইন ও নীতি লাখ লাখ মেয়েকে ভর্তি হতে ও তাদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা সমাপনে বাধা দিচ্ছে।

এছাড়া আয় বর্ধক কর্মকাণ্ডে নারীর ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ থাকলে, বিশেষ করে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের ধরনকে পাল্টে দেয়ার জন্য মেয়ে ও নারীর শিক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা ব্যতীত লিঙ্গভিত্তিক সমতা অর্জনই যে কেবল অসম্ভব তা নয়, বরং সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ প্রসার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে এবং এর ফলে দরিদ্র পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক নাজুক অবস্থাও হ্রাস পেতে পারে।

লিঙ্গভিত্তিক সমতা, ন্যায্যতা ও মানবাধিকার

২০১৫-পরবর্তী অধিকারভিত্তিক একটি এজেন্ডার সবচেয়ে জোরালো নীতি হলো ন্যায্যতা এবং এটা সকল পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে ঐতিহাসিক ও কাঠামোগত অসমতাগুলোর প্রতিকারের প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। অধিকারভিত্তিক যে উদ্যোগে অধিকারগুলো অবিভাজ্য সেই ২০১৫-পরবর্তী শিক্ষা আলোচনায় সবচেয়ে জোরালো যে বিষয়গুলো কার্যকরভাবে উঠে এসেছে, এটি তার বার্তা বহন করে। এর অর্থ হলো, শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা প্রণালি এবং শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুসহ শিক্ষার সকল বিষয়কে অধিকারের প্রেক্ষিত থেকে বিবেচনা করতে হবে। বস্তুতপক্ষে, ভালো মানের শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাগুলো দূরীভূত করাই সবার জন্য শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য।

২০১৫-পরবর্তী আলোচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ন্যায্যতাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে মূল্যবান হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। কোনো কোনো বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিক্ষাক্ষেত্রে অসমতা একটি অনড় চ্যালেঞ্জ হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। গড়ের আড়ালে সহগামী প্রবণতাগুলো বিবেচনা না করে মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোতে এটাকে গড়ে একটি মনোযোগ দেয়ার বিষয়ের সঙ্গে সামিল করা হয়েছে। শিক্ষা আলোচনার অনেক উপস্থাপনায় এবং অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় প্রান্ত ও দুস্থ শ্রেণিগুলোর প্রতি মনোযোগের অভাবের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

ভালোমানের শিক্ষার সমসুযোগের জন্য সমাজে বিদ্যমান ব্যাপক ও অনড় অসমতাগুলোর সুরাহা প্রয়োজন এবং বিভিন্ন ধরনের অসমতা কীভাবে পরস্পরকে ভেদ করে প্রান্ত ও দুস্থ

শ্রেণিগুলোর জন্য অসম ফল তৈরি করে তার ওপরও জোরালো আলোকপাত করতে হবে। ২০১৫-পরবর্তী আলোচনায় বলা হয়েছে, অসমতা বিদূরণের জন্য এমন একটা লক্ষ্যের প্রয়োজন যাতে শিক্ষাসহ মৌলিক পরিসেবার জন্য ন্যূনতম মান নির্ধারণ ও দেশভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জাতীয় সরকারগুলোকে জবাবদিহিতার মধ্যে রাখতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে ন্যায্যতা বলতে এটাও বোঝায় যে, অসুবিধায় থাকা শ্রেণিগুলোকে ক্রমান্বয়ে সহায়তা প্রদানের মতো বিভিন্ন সক্রিয় ও লক্ষ্য নির্ধারিত ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

অমর্ত্য সেন উল্লেখ করেছেন যে, নারীর সাক্ষরতা এবং পরিবারের ভেতরে ও বাইরে শিক্ষালব্ধ দক্ষতায় সুচিন্তিত অংশগ্রহণের ফলে তার কল্যাণের প্রতি তুলনামূলক সম্মান ও সমীহমতো জোরালোভাবে প্রভাবিত হয়, তা পরীক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বেরিয়ে এসেছে। এমনকি, অনেক উন্নয়নশীল দেশে পুরুষের তুলনায় নারীর বেঁচে থাকার অসুবিধা (যার কারণে কোটি কোটি 'নারীর নিরুদ্দেশ' হওয়ার মতো ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয় তা) তাদের ক্ষমতায়নে অগ্রগতির ফলে দ্রুত কমে যায় এবং বিদূরিতও হয়ে যেতে পারে, যার জন্য সাক্ষরতা একটি মৌলিক উপাদান।

২০০৯ সালের গ্রীষ্মে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) 'মেয়েদের একটি সুযোগ দিন : শিশুশ্রম রোধ করা ভবিষ্যতের একটি চাবিকাঠি' শীর্ষক একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে যাতে ক্রমবর্ধমান শিশুশ্রম এবং শিশুর শিক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে ছেলেদের প্রাধান্য দেয়ার মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার মতো একটি সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, যেসব সমাজে ছেলেসন্তানের শিক্ষাকে উচ্চ মূল্য দেয়া হয়, সেসব সমাজে মেয়েদের স্কুল থেকে বের করে নিয়ে আসার ঝুঁকি থাকে এবং এরপর অল্প বয়সে তাদের কর্মশক্তিতে প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে। আইএলও রিপোর্টে আনুমানিক হিসেবে বলা হয়েছে, বিশ্বে প্রায় ১০ কোটি মেয়ে শিশুশ্রমে নিয়োজিত রয়েছে, যাদের অনেকেই অত্যন্ত খারাপ ধরনের কাজ করছে।

নারী এবং শিক্ষা নিয়ে অনেক গবেষণায় দারিদ্র্যের ব্যাপ্তি মোকাবেলার একটি কার্যকর উপায় হিসেবে মেয়েদের শিক্ষায় বিনিয়োগের গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়। এটা অন্যান্য অসংখ্য সূত্রে যেসব দৃঢ় বক্তব্য উপস্থাপিত রয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যেগুলোতেও শিক্ষা, শ্রমশক্তিতে (মেয়ের বিপরীতে) নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ, তাদের উপার্জিত মজুরি ও সামগ্রিক উৎপাদনশীলতার মধ্যে একটি জোরালো সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে, যার সবগুলোই পরিশেষে সমাজ ও জাতির জন্য উচ্চতর সুফল বয়ে আসে। অন্য কথায়, এর মাধ্যমে মেয়ে ও নারীর শিক্ষায় বিনিয়োগ আসে।

পরবর্তী অংশ : পৃষ্ঠা-৬

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

জাতিসংঘ দিবস উপলক্ষে সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

২৪ অক্টোবর ২০১৩

বাংলাদেশস্থ জাতিসংঘ কান্ট্রি টিম জাতিসংঘ দিবস পালন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গত ২৪ অক্টোবর এক সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বাংলাদেশস্থ জাতিসংঘের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক সমন্বয়কারী ড. তুষারা ফার্নান্দোর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি। বাংলাদেশের প্রখ্যাত সমাজকর্মী ও শিক্ষক অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সাঈদ বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা দিবসটির প্রতিপাদ্য—উন্নয়নে যুব সমাজ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া একজন যুব প্রতিনিধিও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। এক হাজারেরও অধিক জাতিসংঘ কর্মী, কূটনীতিক, যুবক, সুশীল এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাতিসংঘ দিবসটি আয়োজনে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র কমিউনিকেশন সচিবালয় সেবা প্রদান করে।

বক্তব্য রাখছেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. দীপু মনি

প্রেক্ষাপট বর্ণনা করছেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা

জাতিসংঘ দিবস এবং ইউএন ফর ইউ বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠক

২৪ অক্টোবর ২০১৩

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র গত ২৪ অক্টোবর ২০১৩ সালে জাতিসংঘ দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রের মিটিং রুমে এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ জন যুব প্রতিনিধি এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। শুরুতেই জাতিসংঘ মহাসচিব বান-কি-মুনের বাণী পাঠ এবং ইউএন ফর ইউ শিরোনামে দুটি ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা জাতিসংঘের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের নলেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার মো. মনিরুজ্জামান

গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

ইউএন ফর ইউ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকারী যুব বৃন্দ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

লাইব্রেরি নেটওয়ার্কের ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

৭ জানুয়ারি ২০১৪

ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও আইসিডিডিআরবি লাইব্রেরি যৌথভাবে গত ৭ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে '২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন কার্যসূচি' এবং 'ই-তথ্য সম্পদ : আমাদের অবস্থান কোথায়' বিষয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করে। জাতিসংঘ লাইব্রেরি নেটওয়ার্কের এই কর্মশালায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী রেজা। এতে প্রায় ৪০ জন লাইব্রেরি ও তথ্য বিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় ২টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। '২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন কার্যসূচি' শিরোনামে প্রথম প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা এবং 'ই-তথ্য সম্পদ : আমাদের অবস্থান কোথায়' শিরোনামে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি যৌথভাবে উপস্থাপন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের নলেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার ও জাতিসংঘ লাইব্রেরি নেটওয়ার্কের সদস্য সচিব মো. মনিরুজ্জামান, আইসিডিডিআরবি লাইব্রেরির সিনিয়র ম্যানেজার ড. নাজিমউদ্দিন এবং ইন্ডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক মো. হোছাম হায়দার চৌধুরী। পরে অংশগ্রহণকারী মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালাটি সঞ্চালন করেন মো. মনিরুজ্জামান।

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কাজী আলী রেজা

যৌথভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করছেন মো. মনিরুজ্জামান, ড. নাজিমউদ্দিন ও মো. হোছাম হায়দার চৌধুরী

আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস উপলক্ষে সেমিনার অনুষ্ঠান

৬ ডিসেম্বর ২০১৩

আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস পালন উপলক্ষে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ্য তথ্য কেন্দ্র ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি যৌথভাবে এক সেমিনারের আয়োজন করে। অধ্যাপক আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কলামিস্ট ও সমাজকর্মী সৈয়দ আবুল মকসুদ। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য ও জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের নলেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার মো. মনিরুজ্জামান। বাণীটির কপি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি কর্তৃক যৌথভাবে বছরব্যাপী এক স্বেচ্ছাসেবী ক্যাম্পেইনের শুরু এবং ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি স্বেচ্ছাসেবক ক্লাবের উদ্বোধন করা হয়। ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী ও স্বেচ্ছাসেবী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন কাজী আলী রেজা

স্বেচ্ছাসেবক ও অতিথিদের যৌথ ছবি

লিঙ্গভিত্তিক সামাজিকীকরণ

১৯৭০-এর দশকের শেষ ও ১৯৮০'র দশকের গোড়ার দিকে সাইমনে ডি বিঙয়েরের মতো নারী আন্দোলনের পশ্চিমা জোরালো সমর্থক জীবনবিজ্ঞানের 'লিঙ্গ' এবং ব্যাকরণগত লিঙ্গের সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের ব্যবধান বিশদভাবে তুলে ধরেন। বিশেষ করে অ্যান্নে ওয়াকলে লিঙ্গভিত্তিক সামাজিকীকরণ কথাটি উদ্ভাবনের জন্য সুবিদিত (১৯৭৯)। এই বক্তব্য অনুযায়ী, লিঙ্গ সামাজিকভাবে তৈরি করা হয়েছে। ওয়াকলের বক্তব্য অনুযায়ী বাবা-মা লিঙ্গভিত্তিক সামাজিকীকরণে নিয়োজিত থাকলেও লিঙ্গ তৈরিতে সমাজের প্রভাব সবচেয়ে বড়। লিঙ্গভিত্তিক সামাজিকীকরণের যে তিনটি সামাজিক ব্যবস্থা তিনি চিহ্নিত করেছেন সেগুলো হলো : স্বকার্যে লাগানো, প্রণালিভূত করা ও ভাষায় প্রকাশ করা বা বাচনিকীকরণ (ওয়াকলে, ১৯৭২)। ওয়াকলে উল্লেখ করেছেন যে, লিঙ্গ কোনো অপরিবর্তিত ধারণা নয়, বরং তা নির্ণিত হয় জ্ঞাপনকারীর বাচনিক ও অবাচনিক ব্যবহার এবং সামাজিক রীতিনীতি সৃজন ও গতানুগতিকতার সংস্কৃতির মাধ্যমে, যা যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য আচরণ চিহ্নিত করে। জ্ঞাপনকারীরা এই মাধ্যম ব্যবহার করে শক্তি বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে একটি ব্যস্টিক পর্যায়ে এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সামষ্টিক পর্যায়ে স্থায়ী হয়ে যায়।

এই ধারণা লৈঙ্গিক সম্পর্কের মূলধারায় শব্দকোষ এবং উন্নয়নের গতিবিদ্যায় প্রবেশ করে ও সমালোচনা ও পাল্টা সমালোচনার মাধ্যমে 'লিঙ্গভিত্তিক

সামাজিকীকরণ' নিজেই এক গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাপন মাধ্যমে পরিণত হয়। বৈষম্যমূলক চর্চা, আইন ও গতানুগতিকতাসহ ধারণা তুলে ধরার হাতিয়ার হিসেবে লিঙ্গভিত্তিক সামাজিকীকরণকে প্রায় ক্ষেত্রেই 'মূল কারণ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যাতে লিঙ্গভিত্তিক পরিচয়ের অনেক বিষয়ের ব্যাখ্যা রয়েছে এবং যার মর্মমূলে রয়েছে লিঙ্গভিত্তিক অনেক গতিবিদ্যা।

২০০৭ সালে জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) লিঙ্গভিত্তিক সামাজিকীকরণ সংজ্ঞা দিয়ে বলেছে, এটি একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সামাজিক ধারণা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টান্তের নির্দেশনা অনুযায়ী মানুষ একটি নির্দিষ্ট পন্থায় আচরণ করতে শেখে। একজন নারী যখন গর্ভবতী হয় সেই সময় থেকে লিঙ্গভিত্তিক সামাজিকীকরণের শুরু হয় এবং মানুষ নারীর চেয়ে পুরুষের বেশি মূল্য সম্পর্কে বিচার করতে শুরু করে। নারী ও পুরুষের কাছে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যাশা থাকার কারণে পরিবারের সদস্য, শিক্ষক ও অন্যরা এসব গতানুগতিক ধারণা স্থায়ী করে।

তাই লিঙ্গভিত্তিক সামাজিকীকরণের সঙ্গে সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও প্রচলিত ধারণার সুস্পষ্ট একটা মিথস্ক্রিয়া রয়েছে। অনেক উন্নয়নশীল সমাজে জনপ্রকাশ্য ভূমিকার চেয়ে নারীর 'গৃহস্থালি' ভূমিকা ও দায়িত্বকে কেন নিরন্তর অগ্রাধিকার দেয়া হয় এটা তার আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র। অধিকাংশ বালিকা মা হিসেবে সামাজিকভাবে তাদের নির্ধারিত দায়িত্বের 'জীব বিজ্ঞানগত অপরিহার্যতার' সামাজিক রীতিতে আবদ্ধ রয়েছে। সামাজিকভাবে অপেক্ষাকৃত অনেক রক্ষণশীল প্রেক্ষিতে বিয়ের (পূর্বশর্ত) নিশ্চিত করার প্রয়োজনের সঙ্গে এটা নিবিড় সম্পর্কযুক্ত।

অধিকাংশ প্রাসঙ্গিক সমীক্ষায় মনে করা হয় যে, অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন নারীর চেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাসম্পন্ন নারীর নির্ভরযোগ্য পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার, দেরিতে বিয়ে করা ও সন্তান ধারণ এবং সংখ্যায় কম ও স্বাস্থ্যবান সন্তান নেয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, বিশেষ করে যেখানে মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করা হয়, সেখানে এক বছর স্কুলে যাওয়া শতকরা ১০ ভাগ হারে প্রজনন হ্রাস করে।

প্রকৃতপক্ষে, কিছুটা প্রাতিষ্ঠানিক

শিক্ষা নেয়া নারীদের চিকিৎসা সেবা চাইবার এবং নিজেদের ও সন্তানের জন্য স্বাস্থ্যসেবা চর্চা সম্পর্কে বেশি অবহিত থাকার সম্ভাবনা বেশি বলে তাদের সন্তানের বেঁচে থাকার হার বেশি ও লালন-পালন ভালো হয়। কেবল তাই নয় এবং আগেও বলা হয়েছে যে, এসব নারীর অকাল গর্ভধারণের সম্ভাবনাও কম। ভালো অবহিত থাকার ফলে এসব নারীর গর্ভধারণে কীভাবে ব্যবধান করতে হয়, এইচআইভি/এইডস, যৌনবাহিত রোগ প্রতিরোধ ও সাধারণভাবে পরিবার পরিকল্পনাসহ কীভাবে প্রসব-পূর্ব ও প্রসব-পরবর্তী সেবার সুযোগ নিতে হয় তা জানার সম্ভাবনা বেশি। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, এক হাজার নারীর একটি বাড়তি বছর স্কুলে যাওয়া দুটি মাতৃমৃত্যু রোধে সহায়তা হয়।

ইউনিসেফ ও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলসহ বিশ্বব্যাংক তাদের বেশ কয়েকটি রিপোর্টে নারী শিক্ষার আন্তঃপ্রজন্ম সুফল তুলে ধরেছে। অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, একজন শিক্ষিত মায়ের নিজের সন্তানের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে উদ্যোগী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বস্তুতপক্ষে বিশ্বব্যাংক সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, অনেক দেশে একজন মায়ের একটি বাড়তি বছরের শিক্ষা সমাপন তার সন্তানের একটি অতিরিক্ত এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধ বছর স্কুলে টিকে থাকায় প্রতিফলিত হয়।

সংক্ষেপে, মেয়ে শিক্ষা ও শিক্ষায় লিঙ্গভিত্তিক সমতা উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যা শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক

বৈষম্যের ব্যাপকভাবে সুরাহা করার প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

যে বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রশ্নটি এখানে উপস্থাপন করা প্রয়োজন তা হলো, এ অঞ্চলে লিঙ্গভিত্তিক সামাজিকীকরণের সঙ্গতিপূর্ণ উপাদানগুলো এবং উভয় লিঙ্গের জন্য বিভ্রান্তিকর বার্তাগুলো লিঙ্গভিত্তিক অসমতার প্রক্রিয়াগুলো কেবল সুদৃঢ় করার পথই সুগম করতে পারে কিনা। অন্ততপক্ষে এই যুক্তি নিরাপদ যে, শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা ও ফলাফলের ক্ষেত্রে অব্যাহত পার্থক্যগুলোর সঙ্গে লিঙ্গভিত্তিক সামাজিকীকরণ মিলে কেবল একটি নেতিবাচক জটই তুলে ধরে না, অধিকন্তু পিতৃতান্ত্রিক রীতিকে রক্ষাব্যূহকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রেও অবদান রাখে।

নীতিগত পরিবর্তনে রাজনৈতিক ঘটনাবলি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনুমোদন নির্ধারক না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা অনুঘটক। বস্তুতপক্ষে, অধিকাংশ শিক্ষা সংস্কার কর্মসূচি রাজনৈতিক গতিবিদ্যার সঙ্গে জড়িত। আজ পর্যন্ত এসব সংস্কার একটি রাজনৈতিক বা আইনের মাধ্যমে সচরাচর চালু করা হয়। অধিকাংশ দেশ নাগরিকদের একটি অভিন্ন উত্তরাধিকার ও অন্তর্দর্শন, বিশেষ ভাষায় শিক্ষণ এবং সামর্থ্য গড়ে তোলার অন্যান্য উপায় ও দলীয় কর্মসূচির প্রতি জনসমর্থনের মতো বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। সকল উন্নয়নশীল দেশের সরকার কোনো না কোনো এক সময়ে শিক্ষাব্যবস্থায় মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত করার বিশেষ প্রচেষ্টা চালায়। নীতি প্রণেতা ও সরকারগুলোর একটা অব্যাহত ভূমিকা থাকার ক্ষেত্রে এটা ক্রমবর্ধমান হারে সুস্পষ্ট যে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই সতর্ক পর্যবেক্ষণ, সুচিন্তিত ও লক্ষ্য নির্দিষ্টভাবে প্রকৃত লড়াই চালাতে হবে।

মানুষ যেভাবে চিন্তা, বিশ্বাস ও আচরণ করে থাকে, অর্থাৎ সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করাই মানব উন্নয়নের সবচেয়ে জটিল একক কাজ। এতদসত্ত্বেও বিশ্বের নীতি ও সপক্ষতা মহলে এই বিশেষ চ্যালেঞ্জ এখনো বহুলাংশে 'নমনীয়' বিবেচিত হয় এবং সবচেয়ে বেশি হলে অনেক বিবেচনায় গৌণ হিসেবে স্থান পায়। এখানে যে কথা বলা হচ্ছে তা হলো, বর্তমান বিশ্বের ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে যেখানে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক যুব এবং এখন যুব মহিলাও সহিংসতার মতো চরম

কার্যকলাপে ফিরে যাচ্ছে, যেখানে প্রায় ক্ষেত্রেই (বাল্যবিয়ের মতো) কতিপয় ক্ষতিকর চর্চা এবং সেকেলে ধরনের লিঙ্গভিত্তিক পরিচিতি ও ভূমিকা বলবৎ করার নিয়োজিত সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়াগুলো উল্লিখিত সহিংস পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তুলছে, সেখানে সংস্কৃতিই হতে হবে উচ্চ অগ্রাধিকার। সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হলো যে, এই পরিবর্তন ভেতর থেকেই আসতে হবে। যারা মানবাধিকার বিষয়গুলো নিয়ে অনেক ব্যাপকভাবে কাজ করেছেন, তাদের সেই কঠিন পথটি শিখতে হয়েছে যে, বাইরে থেকে প্রবর্তিত বলে প্রতীয়মান যে কোনো পরিবর্তন, তা অত্যন্ত প্রয়োজনের প্রতি সাড়াপ্রবণ এবং অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত হলেও অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। স্থিতিশীল পরিবর্তনকে নিজস্ব হিসেবে মনে করতে হবে এবং তা স্থানীয়ভাবে চালাতে হবে। এর মাধ্যমে যে কোনো সমাজে 'সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বাহকদের' চিহ্নিত করার গুরুত্বকে বুঝানো হচ্ছে, যাদের মধ্যে রয়েছে সেই সমাজের পুরুষ ও নারী কর্মী, ধর্মীয় নেতা, প্রথাগত নেতা ও সমাজপতি (কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরা সমকেন্দ্রী হয়ে থাকে), গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর সমাজ সংগঠক এবং পরিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাহক, বিশেষ করে যুব শ্রেণি।

একই সঙ্গে, এ কথা ভাবার মতো একটা ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, স্থানীয় মালিকানা ও বাইরের গতিবিদ্যার মধ্যে কোনোরূপ সম্পর্ক থাকতে পারে না। একদিকে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বাহকদের ভেতরে ও তাদের মধ্যে এবং অপরদিকে পরিবর্তনের বাহক ও তাদের সংশ্লিষ্ট নীতি প্রণেতাদের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনায় আন্তর্জাতিক, বিশেষ করে উন্নয়ন সহযোগীদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবে আজকের এই দিনে এবং প্রযুক্তি ও প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান গতির এই যুগে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী এবং সীমানা অতিক্রমী শিক্ষাঙ্গন ব্যক্তিত্ববর্গ ইতোমধ্যেই যুবদের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনায় নিয়োজিত রয়েছেন। অগণিত ফোরামের (সামাজিক ওয়েবসাইটসহ) মাধ্যমে ইতোমধ্যেই কাজটি করা হচ্ছে এবং এর যে অভিঘাত তা পরিমাপ করা কঠিন।

এসব কিছুই এই কথাটি তুলে ধরছে যে, স্কুলে ভর্তি, ঝরে পড়ার হার, শিক্ষাক্রম তৈরি এবং কাঠামোগত গতিবিদ্যার প্রথাগত ধারণার শিক্ষা তাই উত্তরণের বহুবিধ পর্যায়ে রয়েছে। যা দেখার বিষয় তা হলো, কীভাবে এবং কোন পথে শিক্ষার নতুন ধরন, জ্ঞান অর্জন ও তথ্য বিনিময় স্বয়ং লিঙ্গভিত্তিক সামাজিকীকরণের ধারার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটাবে। আমরা স্থান পরিবর্তনশীল যে বালির ওপর দাঁড়িয়ে আছি তা নিশ্চিতভাবে নিরূপণ করা সহসাই সম্ভব হবে। তথাপি সুদৃঢ়ব্যূহ বেষ্টিত পিতৃতন্ত্রের ক্ষমতার অতিমূল্যায়ন করা, কিংবা নারী ও পুরুষের বাস্তবতাকে পুনর্বিন্যস্ত করার সামর্থ্যকে অবমূল্যায়ন করাও ভুল হবে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণের সংস্কৃতিতে পরিবর্তন ইতোমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও উপকরণ তৈরি করছে, যা আসন্ন দশকগুলোর বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় গতিবিদ্যার এজেন্ডার রূপদান করছে।

এই নিবন্ধে ব্যক্ত অভিমত কেবল লেখকের এবং তাই তা কোনো প্রতিষ্ঠান, বোর্ড বা স্টাফ সদস্যের মতামত বা অবস্থান প্রতিফলিত করে না।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৯১৮ ৩০৮৬, ফ্যাক্স : ৯১৮৩১০৬ ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor: Kazi Ali Reza, Phone: 9183086 Fax: 9183106 e-mail: info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org